উন্নয়ন অন্বেষন
UNNAYAN ONNESHAN

যে পথ নেওয়া হয়নি
২০১৭-১৮ বাজেটের একটি দ্রুত পর্যালোচনা
জুন ২০১৭

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ' অভিমত প্রকাশ করছে যে, প্রস্তাবিত বাজেটে আসন্ন অর্থবছরের চারটি সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ তথা প্রকৃত মজুরী হ্রাসের ফলে সৃষ্ট ক্রয়ক্ষমতার ওপর চাপ, প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গুরতা, প্রকৃত খাত সমূহের প্রবৃদ্ধির মন্থর গতি এবং সামাজিক খাতে ব্যয় হ্রাসের সংকট মোকাবেলার জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালার ঘাটতি রয়েছে।

অর্থমন্ত্রী নিজেও মনে করেন "এখনও অনেক পথ যেতে হবে" কিন্তু তিনি সে পথের সঠিক দিক নির্দেশনা দেননি। তাই তিনি রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা "Stopping by woods in a snowy evening এর Miles to go before I sleep চরণটি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেট প্রসঙ্গে রবার্ট ফ্রস্টের আরেকটি কবিতা - "The road not taken" এর শেষ দু'টি চরণ "the one less traveled by/ made all difference" আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারত বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্তব্য করে।

দরিদ্র জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস, উৎপাদন সক্ষমতা প্রবৃদ্ধির অভাবে কর্মহীনতা বৃদ্ধি, সামাজিক খাতে ব্যয় হ্রাসসহ রাজনৈতিক সুবিধাবাদদের কারণে সৃষ্ট কাঠামোগত যে সকল ত্রুটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভঙ্গুর করে তুলছে, তা' নিরসনে সংস্থাটি দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

'উন্নয়ন অন্বেষণ' মনে করে, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের চর্চা শুধুমাত্র মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়, দুনীর্তি ও মূলধন পাচারকেই উৎসাহিত করছে না, বরং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করছে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। রপ্তানী আয়ের প্রবৃদ্ধি গত দশকের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমুখী।

সেবা খাতে দক্ষতার ঘাটতি একটি বড় সংকট। দক্ষ জনগোষ্ঠীর অভাবে বহি:প্রবাহ বৃদ্ধি ও রেমিটেন্সের প্রবাহ হ্রাস উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দু'দশকের মধ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বর্তমানে সবচে' কম। বাংলাদেশে যুবক বেকাত্বের হার দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের গড় হারের চেয়ে বেশি। দেশে তরুণদের একটি বড় অংশ তথা ৪০ শতাংশ কোন কাজ, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছে না।

সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর সংগ্রহের হার বিশ্লেষণ করে 'উন্নয়ণ অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করছে যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ২৪৮১৯০১ কোটি টাকা সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব হবে না। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রস্তাবিত এবং সংশোধিত বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর কর্তৃক সংগৃহিত করের পার্থক্য ছিল ১৮১৫২ কোটি টাকা।

এনবিআর দ্বারা সংগৃহীত করের বিভিন্ন উৎস বিশ্লেষন করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ৮৫১৭৬ কোটি টাকা আয়কর এবং ৯১২৫৪ কোটি টাকা মূল্য সংযোজন কর থেকে সংগৃহীত হবে। অর্থাৎ ধনী ও উচ্চ আয়ের লোকদের চেয়ে দরিদ্র এবং স্বল্প আয়ের জনগণের ওপর করের বোঝার অভিঘাত বেশি পড়বে।

সাম্প্রতিক সময়ে অবৈধ অর্থ পাচারের সাথে সাথে ভৌত অবকাঠামো খাতে খরচ বৃদ্ধিজনিত 'ইকনোমিক রেন্ট' অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাহীনতার পরিচায়ক।

বর্তমান কর কাঠামো অপ্রগতিশীল, সংকীর্ন ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে; কর পরিহার ও কর ফাঁকি নিত্যতায় পরিণত হয়েছে। এতে বন্টনমূলক ন্যায্যতার অভাব লক্ষণীয় ও আয় বৈষম্য বাড়াবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে ১১২২৭৬ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থায়নের কৌশল হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৬০৩৫২ কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণ ৪৫৪২০ কোটি টাকা এবং অনুদান ৫৫০৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। এর প্রভাবে

বিনিয়োগযোগ্য অর্থ হ্রাস পেতে পারে এবং সুদ পরিশোধের পরিমান বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হবে।

যদি সরকার প্রস্তাবিত ৪০০২৬৬ কোটি টাকার বাজেট সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে যায়, যদিও তার সম্ভাবনা কম, সরকারকে ধার্যকৃত প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রার অধিক ঋণ নিতে হবে। 'উন্নয়ণ অন্বেষণ' মনে করে, এই সম্ভাবনা প্রকট; লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী রাজস্ব আয় হওয়ার সম্ভাবনা একদিকে যেমন কম এবং অন্যদিকে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রস্তাবিত ৫১৯২৪ কোটি টাকার ঋণ ও অনুদান সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও কম।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অসন্তোষজনক বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি সংশয় প্রকাশ করেছে যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ১৫৩৩৩১ কোটি টাকা সম্পূর্ণ ব্যবহৃত নাও হতে পারে। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত ১১০৭০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৫৪.৫৬ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

আর্থিক খাতে বিশৃঙ্খলার ফলে উচ্চ ঋণ খেলাপির সৃষ্ট মূলধন ঘাটতি ও ঝুঁকি অব্যবস্থাপনা ব্যাংকিং খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গুরতাকে তীব্রতর করছে। 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সতর্ক করে যে, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ হ্রাস ব্যতীত সাধারণ জনগণের করের টাকায় রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে মূলধন যোগান দেওয়া হলেও এই খাতে আর্থিক লুট ও কেলেঙ্কারি বন্ধ হবে না।

সেই সঙ্গে অবৈধ উপায়ে মূলধন পাচারের কারনে অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত মূলধন গঠনের অভাব রয়েছে এবং বিনিয়োগেও স্থবিরতা বিরাজমান। গ্লোবাল ফাইনানশিয়াল ইন্টিগ্রিটি'র প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালে প্রতিবছর গড়ে ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ থেকে অবৈধ উপায়ে পাচার পাচার হয়েছে।

বিশাল অনুন্নয়ন ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ে অর্থের যোগান দিতে যেয়ে ভ্যাটের মত পরোক্ষ করের উপর নির্ভরতা বাড়ছে। ফলে মূল্যস্ফীতিকে বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মানকে নিম্নমুখী করবে বলে আংশকা করছে 'উন্নয়ন অন্বেষণ'।

সামাজিক খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে উল্লেখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আশংকা প্রকাশ করে যে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে অপর্যাপ্ত ব্যয় মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্থ করছে।

সরকারি ব্যয় বরাদ্দ কম থাকার ফলে স্বাস্থ্য খাতে 'ব্যক্তিগত ব্যয়' বেড়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে উক্ত খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৯.৭ শতাংশ ছিল যা হ্রাস পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬.৮ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫.৩ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫.৩ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫.৪ শতাংশ, ২০১৬-১৭ অর্থবছওে ৫.৫ শতাংশ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের হ্রাসমান ধারার দিকে দৃষ্টি দিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে উক্ত খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৫.৪ শতাংশ ছিল যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫.৩ শতাংশ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪.৫ শতাংশ , ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪.৭শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪.৫ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছওে ৩.৮ শতাংশ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩.৪ শতাংশ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২.৮ শতাংশ হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ব্যর্থতার দিকে নির্দেশ করে সংস্থাটি বলছে, বর্তমানে বেকার জনসংখ্যা বেড়ে সরকারি হিসাবেই ২৬ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। এ সংখ্যা গত দু'দশকে সর্বোচ্চ। মোট কর্মহীন মানুষের প্রায় ৬০ শতাংশ যুবক। অর্থনীতিতে বন্টনমূলক সক্ষমতা তৈরীতে বাজেটে উৎপাদন বৃদ্ধিকারী কর্মসংস্থান বান্ধব নীতিমালা ও প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিপরীতে বাস্তবায়নের ধীরগতিকে বিবেচনায় রেখে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্তব্য করে যে, এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন খরচ বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে এবং ইকনোমিক রেন্টকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগকে অদক্ষ করে তোলে। যেমন, প্রতি কিলোমিটার ৪ লেন বিশিষ্ট মহাসড়ক নির্মাণে বাংলাদেশ ৫৯ কোটি টাকা ব্যয় করে যেখানে চীন ও ভারত যথাক্রমে মাত্র ১৩ কোটি ও ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে।

প্রকৃত খাত সমূহের মধ্যে কৃষি খাত ও শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি মন্থর থাকা সত্ত্বেও মোট দেশজ উৎপাদান এর প্রবৃদ্ধির যে উর্ধমূখীতা দেখানো হয়েছে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং প্রশ্নসাপেক্ষে। আর এই প্রবৃদ্ধির সুফল জনগণের মধ্যে বন্টিত হয় নাই। ২০১০-১১ সাল থেকে প্রকৃত মজুরি ৭.৮৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

প্রকৃত খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির হার বিশেষ করে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার শ্লথ হয়ে পড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ১০.৫০ শতাংশে নেমে গেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১.০৯ শতাংশে ছিল। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি এখনও নিম্নগতির। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামান্য ৩.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আয় বৈষম্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার সুযোগে বৈষম্য, বহুমাত্রিক দরিদ্রতা, ও বেকারত্ব, বিশেষ করে যুব বেকারত্ব দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে বলে উন্নয়ন অন্বেষণ আশংকা প্রকাশ করে।

বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নীতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বরোপ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলে যে, প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করবে না ও ঘাটতি, ঋণ ও ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত নয় এবং কর ব্যবস্থায় বন্টনমূলক সংস্কার ব্যতীত অন্তভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।